সংবাদ

সারাদেশ

'৫০ ভাগ ভর্তুকি মূল্যে ধান কাটার যন্ত্র রিপার পাচ্ছেন কৃষকরা'

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ : বুধবার, ০১ ডিসেম্বর ২০২১

কিশোরগঞ্জ : ধান কাটার যন্ত্র রিপারের কার্যকারিতা প্রদর্শন অনুষ্ঠানে কৃষক-কর্মকর্তারা -সংবাদ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে কিশোরগঞ্জের চাষীদের ৫০ ভাগ ভর্তুকি মূল্যে দেয়া হচ্ছে স্বল্প সময়ে স্বল্প খরচে ধান কাটার যন্ত্র রিপার। মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে কৃষকদের ধান কেটে এর কার্যকারিতাও প্রদর্শন করা হচ্ছে।পাশাপাশি কাটা ধান মাড়াই করার মেশিনও দেয়া হবে।একটি রিপারের প্রকৃত দাম এক লাখ ৮০ হাজার টাকা।কৃষক পাচ্ছেন এর অর্ধেক দামে।আর ৭৫ হাজার টাকা দামের মাড়াই কলও কৃষক পাচ্ছেন অর্ধেক দামে। তবে হাওরাঞ্চলে দেয়া হচ্ছে ৭০ ভাগ ভর্তুকি মূল্যে।আর সমতল এলাকায় দেয়া হচ্ছে ৫০ ভাগ ভর্তুকি মূল্যে।একটি রিপার ঘণ্টায় এক বিঘা জমির ধান কাটতে পারে।এর জন্য মাত্র এক লিটার তেল খরচ হবে। অথচ কাস্তে দিয়ে একই জমির ধান কাটতে ৫ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।সময়ও লেগে যায় অন্তত ৬ ঘণ্টা।

মঙ্গলবার (৩০ নভেম্বর) বিকালে সদর উপজেলার রশিদাবাদ ইউনিয়নের ব্রাহ্মণকচুরি গ্রামে গিয়ে জেলা বারের সভাপতি অ্যাডভোকেট শাহ্ আজিজুল হকের এক একর জমির ব্রিধান-৪৯ জাতের আমন ধান কেটে এবং মাড়াই করে এলাকার কৃষকদের দেখানো হয়েছে। এরপর স্থানীয় কৃষদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

শীর্ষ সংবাদ

ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশনে "বঙ্গবন্ধু কর্নার" উদ্বোধন

কক্সবাজারের কলাতলীতে পর্যটকের মৃত্যু

ছেলে ফিরে আসার অপেক্ষায় মায়ের আমৃত্যু কান্না

টিভিতে আজকের খেলার সূচি

নাটকীয় লড়াইয়ে বার্সেলোনার জয়

বিজেএমসির নেতৃত্বে রেলওয়ে-আওলিফ

নতুন 'শিক্ষাক্রম' ও 'কনটেন্ট' এখনও চূড়ান্ত হয়নি

এখনও কৈশোর পেরোয়নি, সরাচ্ছে সমাজের জঞ্জাল

ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘাত-সংঘর্ষ অব্যাহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তারকা মার্চার, ছাত্র-সাতটি মোটরসাইকেল কিলিং মিশনে অংশ নেয়

বন্ধ হয়নি গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়

সাকরাই শৈত্যপ্রবাহ শুরু হতে পারে

সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়

চিঠি : ক্যাপ্টিন চাই

চিঠি : ফেসবুক ও ভুয়া খবর

চিঠি : মেধা পাচার

চিঠি : চিকিৎসা খাতের 'চিকিৎসা' করা জরুরি

শিশুদের কথা শোনার কেউ কি আছেন

বায়ুদূষণ নিয়ে উদাসীন থাকার মূল্য

দায়িত্বশীল পদে ন্যূনতম মান চাই

গণমানুষের দৈনিক
গণমুক্তি
Daily Ganomukti
https://www.facebook.com/the-daily-ganomukti-786339164845014

বৃহস্পতিবার
০২ ডিসেম্বর ২০২১, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৮

কিশোরগঞ্জে শস্য মাড়াই যন্ত্রের এডাপটিভ ট্রায়াল

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার ব্রাহ্মণকচুরি গ্রামে বারি উদ্ভাবিত রিপার ও শস্য মাড়াই যন্ত্রের এডাপটিভ ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়। গত মঙ্গলবার এই যন্ত্র দ্বারা অতি অল্প সময়ে কী করে ধান গাছ কর্তন করা যায়, তা কৃষকদের প্রদর্শন করা হয়। পরে খেতের পাশে আয়োজিত কৃষক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কিশোরগঞ্জ কৃষি গবেষণা উপ-কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মহিউদ্দিন আহমদ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বারি'র প্রকল্প পরিচালক ড. নূরুল আমিন। বক্তব্য রাখেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট শাহ আজিজুল হক, জেলা উইমেন চেম্বার এন্ড কমার্সের সভাপতি ফাতেমাতুজ জোহরা, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোস্তফা কামাল, সাংবাদিক সুবীর বসাক প্রমুখ।

দৈনিক
সত্যের পথে অবিচল
আজকের সংবাদ
www.ajkersangbad.com
বৃহস্পতিবার ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
০২ ডিসেম্বর ২০২১

কিশোরগরঞ্জে শস্য মাড়াই যন্ত্রের এডাপটিভ ট্রায়াল

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি :গত মঙ্গলবার(৩০ নভেম্বর) বিকালে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার ব্রাহ্মণকচুরি গ্রামে বারি উদ্ভাবিত রিপার ও শস্য মাড়াই যন্ত্রের এডাপটিভ ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়। এই যন্ত্র দ্বারা অতি অল্প সময়ে কী করে ধান গাছ কর্তন করা যায়, তা কৃষকদের প্রদর্শন করা হয়। পরে খেতের পাশে আয়োজিত কৃষক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কিশোরগঞ্জ কৃষি গবেষণা উপ-কেন্দ্রের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মহিউদ্দিন আহমদ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বারি'র প্রকল্প পরিচালক ড. নূরুল আমিন। বক্তব্য রাখেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট শাহ আজিজুল হক, জেলা উইমেন চেম্বার এন্ড কমার্সের সভাপতি ফাতেমাতুজ জোহরা, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোস্তফা কামাল, সাংবাদিক সুবীর বসাক প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে ফার্ম মেশিনারি এন্ড পোস্ট হারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

জাতীয় সংবাদপত্র
সাপ্তাহিক হোসেনপুর বার্তা
সত্যের সন্ধানে সাহসী পদক্ষেপ
১৪তম বর্ষ : ০৩ সংখ্যা : হোসেনপুর : কিশোরগঞ্জ : রবিবার : ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বাংলা : ০৪ জিলক্বদ ১৪৪৩ হিজরী : ০৫ জুন ২০২২ :

কিশোরগঞ্জে বছরব্যাপী চাষ হচ্ছে বারি পেঁয়াজ-৫

স্টাফ রিপোর্টার : বারি পেঁয়াজ-৫ এখন সারা বছরই চাষ হচ্ছে কিশোরগঞ্জে। এর আগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পেঁয়াজ গ্রীষ্ম ও খরিপ মৌসুমে আবাদের জন্য অবমুক্ত করে।

প্রথমবারের মত কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার রামপুর গ্রামে এ পেঁয়াজ চাষের উদ্যোগ নেয় কিশোরগঞ্জ কৃষি গবেষণা উপকেন্দ্র। রামপুর গ্রামের ছয়জন কৃষকের তিন বিঘা জমিতে এ পেঁয়াজ চাষ করা হয়।

কৃষি গবেষণা উপকেন্দ্র সূত্র জানায়, প্রতি বিঘায় ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা খরচ পড়ে। আর উৎপাদন হয় বিঘাপ্রতি ২৫০০ কেজি। কৃষি গবেষণা উপকেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, উচ্চ সেচ, পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত বেলে দোআঁশ বা পলিযুক্ত মাটি পেঁয়াজ চাষের জন্য উত্তম । সাধারণত চারা তৈরি করে বারি পেঁয়াজ-৫ চাষ করা হয়। বীজ বপণের সময় অত্যধিক রোদ, বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন বা চাটাই ব্যবহার করা এবং অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। বীজতলা থেকে ৪০-৪৫ দিনের চারা মূল জমিতে রোপণ করতে হয়। সফলভাবে পেঁয়াজ চাষের জন্য হেক্টরপ্রতি প্রয়োজনীয় জৈব ও অজৈব সার ব্যবহার করতে হয়। সাধারণত হেক্টর প্রতি ৫ টন গোবর, ১৫০ কেজি ইউরিয়া, ১৭৫ কেজি এমওপি, ২০০ কেজি টিএসপি, ১০০ কেজি জিপসাম ও ১২ কেজি জিংক সালফেট ব্যবহার করা হয়। ব্যবহার নিয়মানুযায়ী জমির শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও আগাম চাষের জন্য দুই তৃতীয়াংশ ইউরিয়া মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া পার্শ্বপ্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে প্রয়োজনীয় রস না থাকলে সারের পার্শ্বপ্রয়োগের পরই সেচ দিতে হবে। পেঁয়াজের চারা রোপণের পর একটি প্লাবণ সেচ অবশ্যই দিতে হবে। মাটিতে চটা বাঁধলে কন্দের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সেজন্য মাটির 'জো' আসার সাথে সাথে চটা ভেঙ্গে দিতে হয় এবং আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। নিড়ানীর সাথে সাথে কুরঝুরে মাটি দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হবে। পেঁয়াজের গাছ পরিপক্ক হলে এর গলার দিকের টিসু নরম হয়ে যায়। চারা থেকে কন্দের পরিপক্কতা হওয়া পর্যন্ত আগাম চাষের ক্ষেত্রে ৬০-৭০ দিন এবং নাবি চাষের ক্ষেত্রে ৯৫-১১০ দিন দরকার হয়। শীতল ও ছায়াময় স্থানে ৮-১০ দিন রেখে কিউরিং করতে হবে। বর্ষাকালীন সময়ে উত্তোলনকৃত পেঁয়াজ এক মাসের বেশি সংরক্ষণ করা যায় না। তবে এমনভাবে শুকাতে হবে যাতে কন্দে সরাসরি রোদ না লাগে। এরপর বাছাই ও গ্রেডিং করার পর বাঁশের মাচা, ঘরের সিলিং, প্লাস্টিক বা ঘরের পাকা মেঝেতে শুষ্ক ও বায়ু চলাচলযুক্ত স্থানে পেঁয়াজ কিছুদিন সংরক্ষণ করা যায়।

কিশোরগঞ্জ কৃষি গবেষণা উপকেন্দ্রের উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন জানান, মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য জুন পর্যন্ত বীজতলায় বীজ বপন করা যায়। তবে মার্চ মাস পর্যন্ত চারা উৎপাদন করা উত্তম। অতঃপর ৪০-৪৫ দিনের চারা মূল জমিতে রোপণ করতে হয়। তিনি আরও জানান, নাবি চাষের ক্ষেতে জুলাই থেকে আগস্ট মাসে বীজতলায় বীজ বপন করতে হবে। পরবর্তীতে ৪০-৪৫ দিনের চারা মূল জমিতে রোপণ করতে হয়। আগাম চাষে ৬০-৭০ দিন এবং নাবি চাষের ক্ষেত্রে ৯৫-১১০ দিন সময় লাগে। হেক্টর প্রতি ১৮-২০ টন ফলন পাওয়া যায়।

ঢাকা : সোমবার। ৬ ডিসেম্বর-২০২১। পৃষ্ঠা : ৮

সংবাদ

কিশোরগঞ্জ : আবাদ করা বারি সরিষা ক্ষেত -সংবাদ

বারি সরিষার ফলন তিনগুণ তেল দ্বিগুণ

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল সরিষার দু'টি জাতের আবাদ শুরু হয়েছে কিশোরগঞ্জে। এসব সরিষার ফলন হয় প্রচলিত সরিষার প্রায় তিনগুণ তেল হয় দ্বিগুণ। কিশোরগঞ্জের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্রের ঊর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন জানিয়েছেন, এবার জেলার ৫টি উপজেলায় ১২০ বিঘা জমিতে 'বারি সরিষা-১৪' এবং 'বারি সরিষা-১৭' নামের দু'টি জাত আবাদ করা হয়েছে। এর মধ্যে নিকলীতে আবাদ করা হয়েছে ৩৫ বিঘা জমিতে। পাকুন্দিয়ায় আবাদ করা হয়েছে ২৫ বিঘা জমিতে। আর সদর, তাড়াইল ও হোসেনপুরে আবাদ করা হয়েছে ৬০ বিঘা জমিতে। তিনি জানান, প্রতি হেক্টরে এসব সরিষার ফলন হয় দুই টন বা দুই হাজার কেজি। আর তেলের পরিমাণ থাকে ৪৫ ভাগ। অন্যদিকে প্রচলিত সরিষার ফলন হয় হেক্টরে ৭শ' কেজি। আর তেলের পরিমাণ থাকে ২০ থেকে ২৫ ভাগ। যে কারণে সরিষার এ দু'টি উচ্চ ফলনশীল জাতকে মাঠ পর্যায়ে জনপ্রিয় করার জন্য এবার ১২০ বিঘা জমিতে আবাদ করা হয়েছে। প্রতিটি জমিতে এখন ফুল এসেছে। ফলনও ভাল হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এবারের ফলন দেখে আগামীতে আরও বহু কৃষক এসব সরিষা আবাদে উদ্বুদ্ধ হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। বাজারে এখন ভোজ্য তেল হিসেবে যেসব সয়াবিন তেল পাওয়া যায়, সেগুলো প্রকৃত সয়াবিন নয় বলে সবাই মনে করেন। ফলে বারি সরিষার ব্যাপক আবাদ হলে আগামীতে ভোজ্য তেল হিসেবে সরিষার তেল অনেক সহজলভ্য হবে এবং দামও কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রকাশনার [illegible] বছর

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার ২৪ পৌষ ১৪২৮
Dhaka : Saturday 8 January 2022

কিশোরগঞ্জ : বারি সরিষার মাঠ দিবসে কৃষক-কর্মকর্তারা —সংবাদ

বারি সরিষা-১৪, ১৭ আবাদে হাওরাঞ্চল হবে দু'ফসলি

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

*হাওরের পানি অক্টোবরের দিকে নেমে গেলে বারি আহরণের পর একই জমিতে বোরো ধানের আবাদ করা যায়
*ভোজ্যতেল নামে আমদানি করা তেলের দুই-তৃতীয়াংশই পামওয়েল, এক-তৃতীয়াংশ সয়াবিন। এই এক-তৃতীয়াংশ সয়াবিনকে দুই-তৃতীয়াংশ পামওয়েলের সাথে মিশিয়ে পুরোটাই সয়াবিন নামে ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। বারি সরিষা-১৪ এবং বারি সরিষা-১৭ আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে পামওয়েলের দৌরাত্ম্য বন্ধ করে জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিধান সম্ভব

দেশে বছরে ভোজ্যতেলের চাহিদা রয়েছে ১২ লাখ ৮৫ হাজার মেট্রিক টন। দেশে উৎপন্ন হয় মাত্র ২ লাখ ৩৬ হাজার মেট্রিকটন। ফলে আমদানি করতে হয় ১০ লাখ ৩৯ হাজার মেট্রিক টন। আর ভোজ্যতেল নামে আমদানি করা এসব তেলের দুই-তৃতীয়াংশই পামওয়েল, এক-তৃতীয়াংশ সয়াবিন। এই এক-তৃতীয়াংশ সয়াবিনকে দুই-তৃতীয়াংশ পামওয়েলের সাথে মিশিয়ে পুরোটাই সয়াবিন নামে ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। এর ফলে একদিকে মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে, অন্যদিকে জনগণ আর্থিকভাবেও প্রতারিত হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত অধিক মাত্রার তেলের জাত বারি সরিষা-১৪ এবং বারি সরিষা-১৭ আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে পামঅয়েলের দৌরাত্ম্য বন্ধ করে জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিধান সম্ভব। গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) তেলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. ফেরদৌসী বেগম বুধবার জেলার নিকলী উপজেলার কারপাশা ইউনিয়নের নানশ্রী গ্রামের একটি মাঠ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেছেন। সরেজমিন কিশোরগঞ্জ গবেষণা বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মানবেন্দ্রনাথ সরকারের সঞ্চালনায় 'তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি' প্রকল্পের অর্থায়নে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিকলী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোমেনও বক্তব্য রাখেন। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বারি সরিষা-১৪ ও বারি সরিষা-১৭ এর আবাদ বৃদ্ধির ওপর এ মাঠদিবস অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানীগণ আরও বলেন, দেশে ভোজ্য তেলের মধ্যে প্রধানত সরিষা, তিল ও সূর্যমুখির আবাদ করা হচ্ছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। উন্নত জাত উৎপাদন কৌশলের অপর্যাপ্ত ব্যবহার ও সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে আবাদ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, বারি-১৪ এবং বারি-১৭ সরিষা থেকে তেল আহরণের হার স্থানীয় জাতের তুলনায় ৩৫ থেকে ৮০ ভাগ বেশি। সমতল এলাকায় আমন ধান কাটার পর একই জমিতে এই সরিষার আবাদ করা যায়। আবার সরিষা আহরণের পর একই জমিতে বোরো ধানেরও আবাদ করা যায়। কাজেই একই জমিতে অনায়াসে তিনটি ফসল ফলানো সম্ভব। অন্যদিকে নিচু এলাকার হাওরের পানি অক্টোবরের দিকে নেমে গেলে এসব জমিতে বারি সরিষার আবাদ করে সরিষা আহরণের পর আবার একই জমিতে বোরো ধানের আবাদ করা যায়। কাজেই হাওরাঞ্চলকে আর তখন এক ফসলি বলা যাবে না, হয়ে যাবে দু'ফসলি। অন্যদিকে আমদানিনির্ভর ভোজ্যতেল উৎপাদনের হারও বেড়ে যাবে।

নানশ্রী এলাকায় কৃষক শফিকুল ইসলাম, তার ভাই রফিকুল ইসলাম ও আমিনুল ইসলামসহ ৮ জন কৃষক প্রায় ৫ একর জমিতে এবার বারি সরিষা-১৪ আবাদ করেছেন। জমিতে অভাবনীয় ভাল ফলন পেয়ে কৃষকরা বেশ খুশি। আশপাশের অন্য কৃষকরাও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। মাঠ দিবসের আলোচনা শেষে কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষি কর্মকর্তারা এসব সরিষা জমি পরিদর্শন করে ফলন দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

প্রকাশনার [illegible] বছর

সংবাদ

দেশের সংবাদ

ঢাকা : বুধবার ২৬ মাঘ ১৪২৮

Dhaka : Wednesday 9 February 2022

ভোজ্য তেলের নতুন উৎস নিকলীর সূর্যমুখী

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

নিকলীতে জনপ্রিয় হচ্ছে হাইব্রিড সূর্যমুখির চাষ। ক্রমাগত বাড়ছে জমির পরিমাণ। এ যেন ভোজ্য তেলের নতুন উৎসের হাতছানি। আর যান্ত্রিক চাষবাদ পদ্ধতি অবলম্বনে এবারে কৃষকদের উৎপাদ বাড়াও। ফলে ভেজালমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত ভোজ্যতেলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগামী দিনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে আশা করছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা।

হাওর উপজেলা নিকলীর বিভিন্ন এলাকায় কয়েক বছর ধরে আবাদ হচ্ছে সূর্যমুখি। পুরো মাঠ জুড়ে যখন প্রতিটি গাছে ফুল আসে, তখন বিভিন্ন এলাকার নর-নারী ছুটে যান এই দৃশ্য দেখার জন্য, আর সপরিবারে ছবি তুলে ফ্রেমে প্রিয়তে ধরে রাখার জন্য।

গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কৃষি বিজ্ঞানীরা নিকলীর সূর্যমুখি জমিতে গিয়ে অন্যান্য কৃষকদেরও উদ্বুদ্ধ করছেন সূর্যমুখির আবাদ বাড়ানোর জন্য। আর সেই সাথে 'এডাপটিভ ট্রায়াল' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছেন সূর্যমুখি, সরিষা আর বাদামের বীজ বপন এবং ফসল আহরণে বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য। সোমবার দুপুরে নিকলীর পাড়িগাঙ্গা হাওরে সূর্যমুখি জমির ধারে যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে সভা করেছেন।

কিশোরগঞ্জ : সূর্যমুখী ক্ষেত —সংবাদ

কিশোরগঞ্জের সরেজমিন গবেষণা বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে সেখানে প্রধান অতিথি বারির যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের পরিচালক ড. নুরুল আমিন ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বারির বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জাকারিয়া হোসেন, নিকলী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সেলাউর হোসেন, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোস্তফা কামাল ও এলাকার সূর্যমুখি চাষী মিয়া হোসেন ও সরিষা চাষী শরীফ মিয়া। সঞ্চালনায় ছিলেন বৈজ্ঞানিক সহকারী নুরুল হাসান। কৃষি বিজ্ঞানীসহ অন্যান্য বক্তাগণ বলেছেন, যান্ত্রিক চাষাবাদে একদিকে যেমন সময় বাঁচবে, অন্যদিকে খরচ কমে কৃষি অধিকতর লাভজনক হবে। এখন হাওরাঞ্চলে কৃষি শ্রমিক দিন দিন কমে যাচ্ছে। কৃষি কাজের পরিবর্তে মানুষ অন্যান্য বিকল্প পেশার দিকে ঝুঁকছে। ফলে বিস্তীর্ণ হাওরের চাষবাদ অব্যাহত রাখা এখন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। সেই কারণেই যান্ত্রিক চাষাবাদের ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এসব যন্ত্রের অনেকটাই হাওরের কৃষকদের ৭০ ভাগ ভর্তুকি মূল্যে সরকার সরবরাহ করছে। তারা বলেন, বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে দেশে ভোজ্য তেলের উৎপাদন বাড়াতে বারি উদ্ভাবিত হাইব্রিড সূর্যমুখি এবং হাইব্রিড সরিষার আবাদ বাড়াতে হবে।

বাজারে যেসব তেল সয়াবিন নামে বিক্রি হচ্ছে, এগুলি খাঁটি সয়াবিন নয়। এগুলি মানব দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কাজেই সূর্যমুখি এবং সরিষার আবাদ বাড়িয়ে নিজস্ব চাহিদা পূরণের চেষ্টা করতে হবে। সূর্যমুখির বীজ থেকে সরিষার ঘানির মাধ্যমে তেল আহরণ করতে হচ্ছে। এর জন্য কৃষকরা আধুনিক যন্ত্র দাবি করেছেন। চাষী মিয়া হোসেন জানিয়েছেন, তিনি কয়েক বছর ধরে এখানে সূর্যমুখির আবাদ করছেন। এবার তিনি প্রায় ৪ বিঘা জমিতে সূর্যমুখির আবাদ করেছেন।

খরচ হয়েছে ১৫ হাজার টাকা। জমির অধিকাংশ ফুলগুলোই এখন পাঁপড়ি ঝরে গেছে। বীজগুলো পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই বীজ আহরণ করতে হবে। জমির বীজ থেকে ১০ মণ তেল পাবেন বলে মিয়া হোসেন আশা করছেন। উদ্বৃত্ত মালের মেশিন না থাকায় এখন সরিষার ঘানিতেই সূর্যমুখির বীজ ভাঙিয়ে তেল আহরণ করা হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সেলাউর হোসেন জানিয়েছেন, এবার নিকলীর বিভিন্ন এলাকায় ৮০জন কৃষককে উদ্বুদ্ধ করে ১০০ বিঘা জমিতে সূর্য... [illegible] ...িয়েছেন।

প্রকাশনার ৭১ বছর

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার ২৬ ভাদ্র ১৪২৮
Dhaka : Friday 10 September 2021

কিশোরগঞ্জ : বারি হাইব্রিড-৮ জাতের টমেটোর ফলন দেখছেন কৃষি কর্মকর্তারা —সংবাদ

গ্রীষ্মকালীন বারি টমেটো আবাদে লাভবান কৃষক

মোস্তফা কামাল, কিশোরগঞ্জ

বিশ্বের সব দেশেই মৌসুমি ফল, মৌসুমি সবজি বা মৌসুমি ফুল বলে আলাদা আলাদা ফল, সবজি আর ফুল পাওয়া যায়। আলাদা আলাদা মৌসুমের দানাদার খাদ্যশস্যও রয়েছে। অর্থাৎ, একেক মৌসুমে একেক ফসলের আলাদা আলাদা ভ্যারাইটির ফলন হয়। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী গবেষণায় এখন যেন মৌসুমি ফসলের ধারণাই ক্রমান্বয়ে মলিন হয়ে যাচ্ছে। তারা শংকরায়ন, টিস্যু কালচার বা জেনেটিক পরিবর্তনসহ নানা পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রয়োগ করে শীতকালীন ফসলের গ্রীষ্মকালীন জাত উদ্ভাবন করছেন। আবার গ্রীষ্মকালীন ফসলেরও শীতকালীন জাত উদ্ভাবন করছেন।

কিশোরগঞ্জ

যেমন টমেটোকে সবসময়ই শীতকালীন ফসল মনে করা হতো। মানুষ সারাবছর অপেক্ষা করে থাকত, কবে শীতকাল আসবে আর টমেটোর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিন্তু বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা শীতকালীন এই টমেটোর গ্রীষ্মকালীন জাত 'বারি হাইব্রিড টমেটো-৮' উদ্ভাবন করেছেন। দু'বছর ধরে কিশোরগঞ্জে কৃষক পর্যায়ে এর আবাদও হচ্ছে। ফলনও পাওয়া যাচ্ছে বেশ ভালো। টমেটোর রং এবং স্বাদও বেশ আকর্ষণীয়। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কিশোরগঞ্জ সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের উদ্যোগে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় এর আবাদ হচ্ছে। গতবছর হোসেনপুর সাহেদল ইউনিয়নের রহিমপুর গ্রামের চার কৃষক রমজান আলী, লুৎফর রহমান, জেবল মিয়া ও শহীদ মিয়া ৪০ শতাংশ জমিতে বারি হাইব্রিড-৮ জাতের টমেটোর আবাদ করে ভাল ফলন পেয়ে এবারও আবাদ করেছেন। এবার সদর উপজেলার ভাষাপাড়িয়া গ্রামের কৃষক বিপ্লব মামুন মল্লিক ১০ শতাংশ জমিতে বারি টমেটো-৮ আবাদ করেছেন। জমিতে প্রচুর টমেটো ধরেছে। গত মঙ্গলবার বিএআরআই'র (বারি) উপ-পরিচালক মো. হুমায়ুন কবীর ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন মামুন মল্লিকের জমি পরিদর্শন করে লাল টকটকে টমেটোর ফলন দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

ড. মহিউদ্দিন জানিয়েছেন, সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক কারিগরি ও পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। কৃষকরা সেইমতো চাষাবাদ করে ভাল ফলন পাচ্ছেন। তিনি জানান, বীজতলায় এপ্রিল-জুন মাসে টমেটোর বীজ বুনে গজানো থেকে ৮-১০ দিনের চারা তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় হালকা করে রোপণ করতে হয়। সেখান থেকে ২৫-৩০ দিনের চারা তুলে দোআঁশ মাটির জমিতে ৬০ সে.মি. দূরত্বের সারিতে চারাগুলো একটি থেকে অপরটি ৪০ সে.মি. দূরত্বে রোপণ করা হয়। আর জমিতে প্রতি শতাংশে ২০ কেজি গোবর, ৭৫০ গ্রাম টিএসপি, ৩৭০ গ্রাম এমওপি, ৩৮০ গ্রাম জিপসাম, ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট ও ৩০ গ্রাম বোরিক এসিড প্রয়োগ করতে হয়। আর তিন কিস্তিতে ২৭০ গ্রাম করে ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হয়। বীজ বোনা থেকে টমেটো আহরণ পর্যন্ত সময় লাগে ১০০ দিন থেকে ১২০ দিন। প্রতিটি গাছে ৬০ থেকে ৬৫টি সংখ্যক টমেটো ধরে। প্রতিটির ওজন হয় ৬০ থেকে ৬৫ গ্রাম। প্রতি হেক্টরে ফলন হয় ৩৫ থেকে ৪০ মেট্রিকটন। এই টমেটোগুলো চ্যাপ্টা গোলাকার এবং আকর্ষণ গাঢ় লাল বর্ণের হয়ে থাকে। খেতেও বেশ সুস্বাদু। গ্রীষ্মকালীন এই ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ টমেটো আবাদ করে কৃষকরা আর্থিকভাবে বেশ লাভবান হতে পারেন বলে ড. মহিউদ্দিন মন্তব্য করেছেন।

দৈনিক
পূর্বকণ্ঠ
www.dailypurbokontho.com
Facebook: daily Purba Kantho
THE DAILY PURBOKONTHO
রেজি. নং ঢাকা ৬০৭৭, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, বর্ষ ০৫, সংখ্যা ৩৩০
10 OCTOBER 2021, ২৫ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৪
রোববার ❑ মূল্য- ১০ টাকা

হোসেনপুরের রহিমপুর গ্রামের কৃষক আব্দুস শহীদের জমিতে 'বারি টমেটো-৮' ফলনের চিত্র। - পূর্বকণ্ঠ

গ্রীষ্মকালে শীতকালীন টমেটো
এ যেন ঋতুর প্রতিস্থাপন

মোস্তফা কামাল

কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় গতবছর থেকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত টমেটোর গ্রীষ্মকালীন জাত 'বারি টমেটো-৮' আবাদ শুরু হয়েছে। এটি শীতকালীন সবজি হলেও এখন গ্রীষ্মকাল বা শরত কালেও বাজারে পাওয়া যাবে। যেন শীতকাল কয়েক মাস এগিয়ে এসেছে। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কিশোরগঞ্জ সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর আবাদ করে কৃষকরা ব্যাপক সাফল্যও পাচ্ছেন।

গতবছরই প্রথম হোসেনপুরের রহিমপুর গ্রামের চার কৃষক রমজান আলী, লুৎফর রহমান, হেলাল মিয়া ও শহীদ মিয়া পরীক্ষামূলকভাবে এর আবাদ শুরু করেন। ভাল ফলন পেয়ে তারা এবছরও আবাদ করেছেন। এবছর সদর উপজেলার চংশোলাকিয়া এলাকায়ও বিএম মামুন মজিদ নামে একজন কৃষককে দিয়ে এই জাতটি আবাদ করানো হয়েছে। তিনিও ভাল ফলন পেয়ে বেশ উদ্বেলিত। রহিমপুরের চার কৃষকের সাফল্য দেখে রহিমপুরের আব্দুস শহীদ নামে একজন কৃষকও এবার এই টমেটোর আবাদ করেছেন। জমিতে অসময়ের এই জাত আবাদ করে ভাল ফলন দেখে তিনিও বেশ খুশি এবং হতবাক। সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্রর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন কৃষক আব্দুস শহীদের জমি পরিদর্শনও করেছেন।

এই নতুন জাতের টমেটোর ফলন হয় হেক্টরে ৩৫ থেকে ৪০ মেট্রিকটন। এছাড়া শীতের আগে এই সময়টাতে বাজারে জমির তরতাজা টমেটো নিতে পারলে দামও বেশ ভাল পাওয়া যায়। এখন দুই জাতের টমেটো বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। লম্বাটে আকৃতির এক ধরনের টমেটো বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকা কেজি, আর চ্যাপ্টা আকৃতির টমেটো বিক্রি -এরপর ২ পাতায়

যেন ঋতুর প্রতিস্থাপন

শেষ পাতার পর -

হচ্ছে ১০০ টাকা কেজি। অথচ শীতকালের শেষ দিকে বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহের সময় টমেটোর দাম নেমে আসে ১০ টাকা কেজিতে। কাজেই গ্রীষ্মকালীন জাত 'বারি টমেটো-৮' আবাদ করে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে বেশ লাভবান হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রকাশনার ৭১ বছর

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার ২৮ পৌষ ১৪২৮
Dhaka : Wednesday 12 January 2022

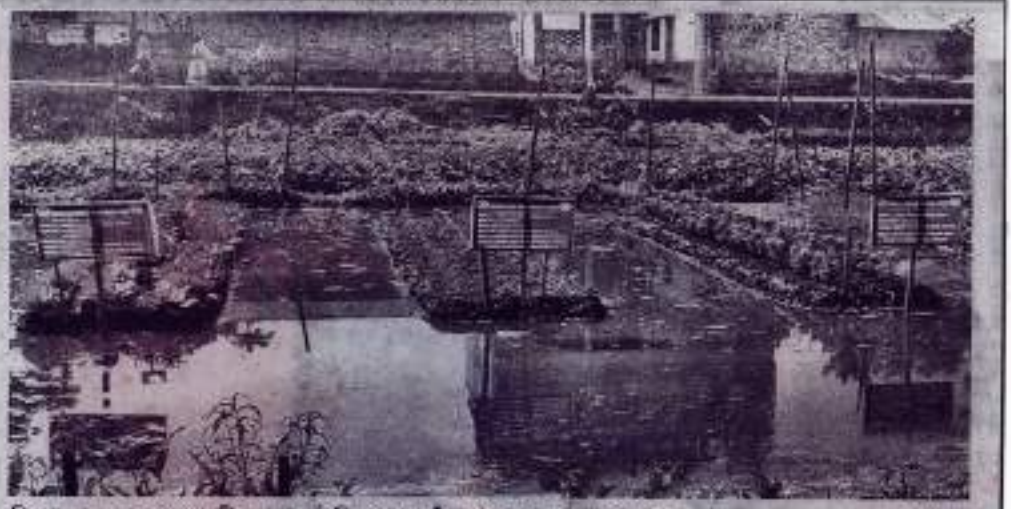

কিশোরগঞ্জ : নরসুন্দা নদীতে শাকসবজির পাশে গাঁদা ফুলের ভাসমান বাগান —সংবাদ

জলাশয়ে ভাসমান ফুল বাগান

মোস্তফা কামাল, কিশোরগঞ্জ

ফুলের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ সবার! বাড়ির আঙিনায় বা বাগানে ফুল চাষ করলেন, সুযোগ পেলেই শিশু থেকে শুরু করে নানা বয়সের মানুষেরা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যাবে। এখন নিরাপদ ফুল বাগান হচ্ছে ভাসমান বেডের ফুল বাগান। কেউ চাইলেই এসব ফুল আর ছুঁতেও পারবে না।

মনের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ফুল বাগানের তুলনা মেলা ভার। মানবজাতি সেই আদিকাল থেকে ফুলের চাষ করে আসছে। কেউ বড় বড় বাগান করে, কেউ সারিবদ্ধ টব সাজিয়ে, আবার কেউ বাড়ির আঙিনায় দু'চারটি নানা প্রজাতির ফুলের চারা রোপণ করে মনের খোরাক মিটিয়ে আসছে। এখন তো ভবনের ছাদেও বাগান হচ্ছে। বৃক্ষ বা গুল্ম জাতীয় ফুলগাছ ছাড়া অন্যান্য সকল ফুল গাছই হয় প্রধানত বর্ষজীবী। এখন তো বাণিজ্যিকভাবেও ফুলের চাষ হচ্ছে। তবে সব এলাকায় ফুল চাষ এখনও বাণিজ্যিক গুরুত্ব পায়নি। আবার অনেকের বাড়িতে পর্যাপ্ত জায়গা নেই, যেখানে শখের বশে একটি ফুল বাগান করবে। এ ছাড়া ফুলের প্রতি আকর্ষণ কার না থাকে। যে কারণে বাড়িতে ফুল চাষ করে খুব একটা স্বস্তিতেও থাকা যায় না। সুযোগ পেলেই অনেকে ফুল তুলে নিয়ে যাবে। বিশেষ করে শিশুদের নজরে পড়লে তো বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।

এখন শুরু হয়েছে পানির ওপর পচা কচুরিপানার ভাসমান বেডে ফুল চাষ। নানা রকম কৃষি পণ্য বা ফসল নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা চলছে। খাদ্যশস্য, শাকসবজি আর ফলমূলের উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনে বারির সাফল্য ঈর্ষণীয়। দেশে নানা কারণে ক্রমাগত আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমছে। যে কারণে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার চাহিদা পূরণে কয়েক বছর ধরে বারির কৃষি বিজ্ঞানীরা ভাসমান বেডে শাকসবজির আবাদ উদ্ভাবন করে চলেছেন। ভাসমান কৃষিতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অনুপ্রাণিতও করছেন। এ ক্ষেত্রে তাদের অনেক যুগান্তকারী সাফল্যও এসেছে। এখন কেবল শাকসবজি নয়। ভাসমান বেডে পেঁয়াজ, মরিচসহ মসলা জাতীয় ফসলও ফলানো হচ্ছে। এমনকি এখন ভাসমান বেডে বর্ষজীবী ফুলের চাষও শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি গবেষণা উপকেন্দ্র বা সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে কিশোরগঞ্জ শহরে। ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের পশ্চিম পাশে স্থাপিত এই কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের প্রচেষ্টায় এ. জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতি ক্রমাগত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। প্রায়শই বারির কৃষি বিজ্ঞানীদের এনে বিভিন্ন এলাকার চাষিদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এই উপকেন্দ্রের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নরসুন্দা নদী। নদীটি প্রবহমান না থাকায় এখানে প্রচুর কচুরিপানার জন্ম হচ্ছে। আর এই কচুরিপানাকেই ব্যবহার করে গড়ে তোলা হচ্ছে ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতির মনোরম প্রদর্শনী বেড। এসব বেডে চাষ হচ্ছে লাউ, চালকুমড়া, শশা, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, বেগুন, ঢেঁড়শ, টমেটো, নানা জাতের শাক, পেঁয়াজ, মরিচ ইত্যাদি। এখন চাষ করা হচ্ছে ফুলেরও। একটি বেডে গাঁদা ফুলের সুদৃশ্য বাগান করা হয়েছে। চারাগুলো রোপণ করা হয়েছে গত ২১ অক্টোবর। এখন পানির ওপর ভাসমান বাগানের প্রতিটি গাছেই ফুটে আছে একাধিক বড় আকারের গাঢ় হলুদ বর্ণের ফুল। ড. মহিউদ্দিন পার্শ্ববর্তী গাইটাল এলাকার কৃষক আল আমিনকে দিয়ে এসব ভাসমান বাগানের সূচনা করেছেন। আল আমিন প্রায়ই এসব বাগান থেকে শাকসবজি আহরণ করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করছেন। এখন আল আমিন ভাসমান ফুল বাগান করেও সবাইকে চমকে দিয়েছেন। তাকে দেখে অন্যেরাও অনুপ্রাণিত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার ২৭ ফাল্গুন ১৪২৮
Dhaka : Saturday 12 March 2022

কিশোরগঞ্জ : ভাসমান খেতে টমেটো তুলছেন তরুণ কৃষক -সংবাদ

ভাসমান খেতে টমেটো আবাদে সফল কৃষক : নতুন সম্ভাবনা

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে ভাসমান চাষের নতুন চমক গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) উদ্ভাবিত সুস্বাদু টুকটুকে টমেটোর অভাবনীয় ফলন। একজন কৃষককে দিয়ে 'বারি টমেটো-১৯' জাতের পরীক্ষামূলক আবাদ করিয়েছেন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কিশোরগঞ্জের সরেজমিন গবেষণা বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। তিনি পার্শ্ববর্তী গাইটাল এলাকার কৃষক মামুনকে দিয়ে এবারই প্রথম শহরের মধ্যখান দিয়ে বয়ে যাওয়া নরসুন্দা নদীর ওপর পরীক্ষামূলকভাবে এই টমেটোর আবাদ করিয়েছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল ভাসমান খেতের উপযোগী টমেটোর জাত নির্বাচন এবং ভাসমান খেতে টমেটো আবাদকে জনপ্রিয় করা।

ড. মহিউদ্দিন জানিয়েছেন, নরসুন্দা নদীর ওপর পাতানো কচুরিপানার ভাসমান খেতের ওপর একাই মামুনকে দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে বারি টমেটো-১৯ জাতের টমেটোর আবাদ করিয়েছেন। ফলনও হয়েছে বেশ ভাল। গতবছর আবাদ করানো হয়েছিল বারি টমেটো-২১ এবং বারি টমেটো-১৭ জাতের টমেটোর। এইসব জাতেরও ভাল ফলন পাওয়া গেছে। কিন্তু এবার নতুন জাতটির প্রচলন করার উদ্দেশ্য ছিল ভাসমান খেতে এর আবাদের উপযোগিতা যাচাই করা, এর ফলন সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করা এবং কৃষক পর্যায়ে ভাসমান খেতে টমেটো আবাদকে জনপ্রিয় করা।

তিনি জানান, 'বারি টমেটো-১৯' জাতটির ফলন পাওয়া যাচ্ছে প্রতি হেক্টরে ৭০ মেট্রিকটন। কিন্তু জমিতে অন্যান্য জাতের টমেটোর ফলন হয় প্রতি হেক্টরে ৫০ থেকে ৬০ মেট্রিকটন। এছাড়া ভাসমান খেতে সার ও কীটনাশকের কোন প্রয়োজন হয় না। যে কারণে এসব টমেটো জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ। এই জাতের টমেটো খেতেও বেশ ভাল। টমেটোর আবাদ জনপ্রিয় করতে পারলে মানুষের ভিটামিন-সি প্রাপ্তির সহজলভ্যতাও বাড়বে। ভাল ফলন পেয়ে কৃষক মামুনও বেশ খুশি। একের পর এক ভাসমান খেতে নানা জাতের সবজির সফল আবাদ করে তার আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২৭ ফাল্গুন ১৪২৮
Dhaka : Saturday 12 March 2022

কিশোরগঞ্জ : ভাসমান বেডে টমেটো তুলছেন তরুণ কৃষক —সংবাদ

ভাসমান খেতে টমেটো আবাদে সফল কৃষক : নতুন সম্ভাবনা

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে ভাসমান চাষের নতুন চমক গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) উদ্ভাবিত গুণমুক্ত টুকটুকে টমেটোর অভাবনীয় ফলন। একজন কৃষককে দিয়ে 'বারি টমেটো-১৯' জাতের পরীক্ষামূলক আবাদ করিয়েছেন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কিশোরগঞ্জের সরেজমিন গবেষণা বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। তিনি পার্শ্ববর্তী পাইটল এলাকার কৃষক মামুনকে দিয়ে এবারই প্রথম শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া নরসুন্দা নদীর ওপর পরীক্ষামূলকভাবে এই টমেটোর আবাদ করিয়েছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল ভাসমান বেডের উপযোগী টমেটোর জাত নির্বাচন এবং ভাসমান বেডে টমেটো আবাদকে জনপ্রিয় করা।

ড. মহিউদ্দিন জানিয়েছেন, নরসুন্দা নদীর ওপর পাতলা কচুরিপানার ভাসমান বেডের ওপর এবার মামুনকে দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে বারি টমেটো-১৯ জাতের টমেটোর আবাদ করিয়েছেন। ফলনও হয়েছে বেশ ভাল। গতবছর আবাদ করানো হয়েছিল বারি টমেটো-২১ এবং বারি টমেটো-১৭ জাতের টমেটোর। উভয় জাতেরও ভাল ফলন পাওয়া গেছে। কিন্তু এবার নতুন জাতটির আবাদ করার উদ্দেশ্য ছিল ভাসমান বেডে এর আবাদের উপযোগিতা যাচাই করা, এর ফলন সফলতা পর্যবেক্ষণ করা এবং কৃষক পর্যায়ে ভাসমান বেডে টমেটো আবাদকে জনপ্রিয় করা।

তিনি জানান, 'বারি টমেটো-১৯' জাতটির ফলন পাওয়া যাচ্ছে প্রতি হেক্টরে ৭০ মেট্রিকটন। কিন্তু জমিতে অন্যান্য জাতের টমেটোর ফলন হয় প্রতি হেক্টরে ৫০ থেকে ৬০ মেট্রিকটন। এছাড়া ভাসমান বেডে সার ও কীটনাশকের কোন প্রয়োজন হয় না। যে কারণে এসব টমেটো জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ। এই জাতের টমেটো স্বাদেও বেশ ভাল। টমেটোর আবাদ জনপ্রিয় করতে পারলে মানুষের ভিটামিন-সি প্রাপ্তির সহজলভ্যতাও বাড়বে। ভাল ফলন পেয়ে কৃষক মামুনও বেশ খুশি। এরপর এক ভাসমান বেডে নানা জাতের সবজির সফল আবাদ করে তার আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দৈনিক
পূর্বকণ্ঠ
www.dailypurbokontho.com
Facebook: daily Purba Kantho
THE DAILY PURBOKONTHO
রেজি. নং ঢাকা ৬০৭৭, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, বর্ষ ০৬, সংখ্যা ৯৮
13 FEBRUARY 2022, ৩০ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-8
রোববার ❑ মূল্য- ১০ টাকা

কিশোরগঞ্জে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ কার্যালয়ে ভাসমান কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির ওপর মাঠ দিবসে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ। - পূর্বকণ্ঠ

কিশোরগঞ্জে ভাসমান কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির মাঠদিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক

কিশোরগঞ্জে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ কার্যালয়ে ভাসমান কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির ওপর মাঠ দিবস হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকালে গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলারঞ্জন দাশ, বিশেষ অতিথি কন্দাল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার, সরেজমিন গবেষণা বিভাগের প্রধান ড. মু. শহীদুজ্জামান, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক মো. মাহবুবুল ইসলাম, কিশোরগঞ্জ সরেজমিন গবেষণা বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, জেলা কৃষক লীগের সভাপতি আহমেদ উল্লাহ, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোস্তফা কামাল, বীরমুক্তিযোদ্ধা মো. নিজাম উদ্দিন, ভাসমান বাগানের কৃষক সাইফুল ইসলাম ও খলিলুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথি বলেছেন, এখন আমাদের দেশে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য এবং শাকসবজির আবাদ হচ্ছে। স্বাধীনতার পর খাদ্যের ঘাটতি থাকতো। এক বিঘা জমিতে ৭ মণ ৮ মণ ধান হতো। এখন এক শতাংশ জমিতে এক মণ ধান হয়। এগুলি কৃষি বিজ্ঞানীদের অবদান। দিন দিন জমি কমছে। কিন্তু আমরা খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। তবে এখন পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। ভাসমান বেডে নিরাপদ ও পুষ্টিকর শাকসবজির আবাদ সম্ভব হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন ফসলের মধ্যে আন্তঃজিন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করে এখন শীতকালের -এরপর ৩ পাতায়

আধুনিক প্রযুক্তির মাঠদিবস

প্রথম পাতার পর -

ফসল যেমন গ্রীষ্মকালে ফলানো হচ্ছে, আবার ওষুধি গুণও সন্নিবেশিত করা হচ্ছে। তিনি পানি নেমে যাবার সময় ড্রামের ওপর বীজ বপন করে মাচায় লতা জাতীয় সবজি চাষ প্রযুক্তি নিয়েও পরামর্শ দেন। ভাসমান কৃষিতে খাদ্য চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কৃষকরাও অর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন বলে প্রধান অতিথি মন্তব্য করেছেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধান অতিথির কাছে কিশোরগঞ্জের কৃষির গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানকার সরেজমিন গবেষণা বিভাগটিকে আধুনিক প্রযুক্তির সমাহারে সুপরিসর জায়গায় সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীত করার জন্য প্রধান অতিথির কাছে দাবি জানিয়েছেন। এর জবাবে প্রধান অতিথিও এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেছেন। অতিথিগণ এর আগে পার্শ্ববর্তী নরসুন্দা নদীর ওপর করেকটি ভাসমান সবজি বাগান পরিদর্শন করেছেন।

দৈনিক
জনকণ্ঠ

ঢাকা ॥ রবিবার
৩০ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ভাসমান কৃষি চাষে আধুনিক প্রযুক্তি উদ্বুদ্ধকরণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কিশোরগঞ্জ ॥ ভাসমান কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির ওপর কৃষকদের আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করতে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা সম্প্রসারণ-জনপ্রিয়করণ প্রকল্পের অর্থায়তনে কিশোরগঞ্জ সরেজমিন গবেষণা বিভাগ (বিএআরআই) আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলারঞ্জন দাশ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডঃ দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে ও কিশোরগঞ্জ সরেজমিন কৃষি গবেষণা বিভাগের উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডঃ মহিউদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক মাহবুবুল ইসলাম, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ সোহেলা আক্তার ও সরেজমিন গবেষণা বিভাগের প্রধান-মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডঃ মুহাম্মদ সহিদুজ্জামান। আরও বক্তৃতা করেন জেলা কৃষক লীগের সভাপতি আহমেদ উল্লাহ, সিনিয়র সাংবাদিক মোস্তফা কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা নিজাম উদ্দিন, ইউপি সদস্য মঞ্জিল মিয়া প্রমুখ।

সত্য সন্ধানে মুক্তচিন্তার দৈনিক
শতাব্দীর কণ্ঠ
website : www.shatabdirkantha.com
রবিবার ॥ কিশোরগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২২, ৩০ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ১১ রজব ১৪৪৩ হিজরী

কিশোরগঞ্জে ভাসমান কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির উপর মাঠ দিবস

স্টাফ রিপোর্টার :
কিশোরগঞ্জে ভাসমান কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির উপর মাঠ দিবস উদযাপ হয়েছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকালে বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা ইনস্টিটিউট কিশোরগঞ্জ উপকেন্দ্রের হলরুমে সরেজমিন গবেষনা বিভাগের আয়োজনে ও ভাসমান বেডে সবজী-মসলা চাষ গবেষনা অপসারন জন-প্রিয়করন প্রকল্পের অর্থায়নে মাঠ দিবস আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহা-পরিচালক ডক্টর দেবাশীষের সভাপতিত্বে ও কিশোরগঞ্জ কেন্দ্রের উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডক্টর মোহাম্মাদ (৭ম পৃষ্ঠার কলাম ১)

কিশোরগঞ্জে ভাসমান কৃষির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মহিউদ্দীনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কন্দাল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচারক ডক্টর সোহেলা আক্তার, সরেজমিন গবেষনা কেন্দ্রের প্রধান ডক্টর মু শহীদুজ্জান, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচারক মোঃ মাহবুবুল ইসলাম। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষক লীগের সভাপতি আহমেদ উল্লাহ, সাংবাদিক মোস্তফা কামাল। কৃষকদের মাঝে বক্তব্য রাখেন মোঃ সাইফুল ইসলাম, মোঃ খলিলুর রহমান প্রমুখ। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ বলেন কৃষিগবেষণার বৈজ্ঞানিকগন তাদের নিরলস গবেষনায় নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করেছে। প্রযুক্তি নির্ভর কৃষকরা নতুন টেকনোলজি গ্রহনে ও আধুনিক চাষাবাদের ফলে দেশ খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। উৎপাদন হচ্ছে বারমাসি শাক-সবজি, ফল-মূল সহ বিভিন্ন ফসল। কৃষিতে আরো একদাফ এগিয়ে নিচ্ছে ভাসমান চাষে। সর্বশেষে জেলা কৃষক লীগের সভাপতি আহমেদ উল্লার দাবীর প্রেক্ষিতে হাওড় ও কৃষির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রধান অতিথি কিশোরগঞ্জ কৃষি গবেষণার উপকেন্দ্রটি একটি পূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তের আশ্বাস প্রদান করেন।

দৈনিক
সত্যের পথে অবিচল
আজকের সংবাদ
www.ajkersangbad.com

রবিবার ৩০ মাঘ ১৪
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০

কিশোরগঞ্জে ভাসমান কৃষির ওপর মাঠ দিবস

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধিঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কিশোরগঞ্জ সরেজমিন গবেষণা বিভাগের উদ্যোগে গতকাল শনিবার(১২ ফেব্রুয়ারি) ভাসমান কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির ওপর কৃষকদের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে সরেজমিন গবেষণা বিভাগের কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এবং প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব(গবেষণা) কমলারঞ্জন দাশ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার, সরেজমিন গবেষণা বিভাগের প্রধান ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মুহা. সহিদুজ্জামান। ঊর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মহিউদ্দীনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ড. মো. মাহবুবুল ইসলাম, জেলা কৃষক লীগের সভাপতি আহমেদ উল্লাহ, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোস্তফা কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা নিজামউদ্দিন আহমেদ, কৃষক খলিলুর রহমান, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। মাঠ দিবসে মোট ৮০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
রবিবার, ৩০ মাঘ ১৪২৮
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ভাসমান কৃষির ওপর মাঠ দিবস

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কিশোরগঞ্জ সরেজমিন গবেষণা বিভাগের উদ্যোগে শনিবার ভাসমান কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির ওপর কৃষকদের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সরেজমিন গবেষণা বিভাগের কার্যালয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার। প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলা রঞ্জন দাশ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার এবং সরেজমিন গবেষণা বিভাগের প্রধান ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মুহা. সহিদুজ্জামান।

প্রকাশনার ৭৩ বছর

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার ১ ফাল্গুন ১৪২৮
Dhaka : Monday 14 February 2022

দেশের সংবাদ ৫

কিশোরগঞ্জ : নতুন জাতের মিষ্টি আলুর মাঠ দিবসে কৃষক কর্মকর্তারা —সংবাদ

বারির ঔষধিগুণের মিষ্টি আলু উদ্ভাবন : রুখবে ক্যান্সার অন্ধত্ব

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) উদ্ভাবন করেছে ঔষধি গুণসম্পন্ন মিষ্টি আলুর জাত। এসব আলু ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে যেমন কাজ করবে, অন্ধত্ব দূরীকরণেও কাজ করবে। এমনকি ডায়াবেটিস প্রশমনে এসব মিষ্টি আলু ভূমিকা রাখবে। আবার উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তে ইউরিক এসিড নিয়ন্ত্রণেও কাজ করবে। কিশোরগঞ্জের হাওর উপজেলা নিকলীর মাঠে মিষ্টি আলুর ফসল পরিদর্শন করতে গিয়ে এমনই দাবি দিয়েছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কৃষিবিদ কমলারঞ্জন দাশ, বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার ও বারির কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. মোছা. আকতার। তারা জানান, বারি মিষ্টি আলু-১৩ 'এ্যান্থোসায়ানিন' নামে এন্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এই আলু একদিকে ক্যান্সার রোধ করে, অন্যদিকে উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে ইউরিক এসিডের মাত্রা কমাতে সহায়তা করে। অন্যদিকে বারি মিষ্টি আলু-১২ বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ, যা অন্ধত্ব দূরীকরণে সাহায্য করে। এসব জাত প্রতি হেক্টরে ২৫ টন উৎপাদিত হতে পারে।

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের জেলা সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে নিকলীর পাঁচটি এলাকায় কৃষক নির্দিষ্ট হিসেবে নিয়ে এবার এসব মিষ্টি আলুর আবাদ করানো হয়েছে। শনিবার বিকেলে সেখানে শতাধিক কৃষককে নিয়ে মিষ্টি আলুর আবাদে উদ্বুদ্ধকরণে মাঠ দিবস পালন করা হয়েছে। বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ, বিশেষ অতিথি কন্দাল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. মোছা. আকতার, সরেজমিন গবেষণা বিভাগের প্রধান ড. মু শহীদুজ্জামান, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক প্রো. আবদুল্লাহ ইসলাম, কিশোরগঞ্জ সরেজমিন গবেষণা বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ও জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোস্তফা কামাল বক্তব্য রাখেন। অতিরিক্ত সচিব ও অন্যান্য কৃষি বিজ্ঞানীগণ বলেন, আগে হাওরাঞ্চলে স্থানীয় জাতের মিষ্টি আলুর আবাদ করা হতো। সেগুলো তেমন পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ছিল না। বারি মিষ্টি আলু-১২ জাতটি বাইরে থেকে সাদাটে বর্ণের। এর ভেতরকার শাঁসটি মিষ্টি ক্যারোটিনের জন্য অনেকটা কমলা বর্ণের হয়। এটি দৃষ্টিশক্তির সুরক্ষা দেয়। আর বারি মিষ্টি আলু-১৩ জাতটি বাইরে থেকে বেগুনি বর্ণের হয়। এর ভেতরকার অংশটি গাঢ় বেগুনি বর্ণের। এটি ক্যান্সার প্রতিরোধ এবং উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে ইউরিক এসিডের মাত্রা হ্রাস করে। এসব মিষ্টি আলুর গাছে ভাইরাসের সংক্রমণ হয় না। অথচ দেশের জমিগুলোতেই স্থানীয় জাতে ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা গেছে।

সভাপতি বলেন, এখন বারির বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল অধিক গুণসম্পন্ন ও পুষ্টিসমৃদ্ধ শস্যজাত উদ্ভাবন করছেন। এগুলো মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে জমির পরিমাণ কমছে। কাজেই উচ্চ ফলনশীল জাতগুলো আবাদ করে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করতে হবে।

প্রকাশনার বছর

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার ১ ফাল্গুন ১৪২৮
Dhaka : Monday 14 February 2022

কিশোরগঞ্জ : নতুন জাতের মিষ্টি আলুর মাঠ দিবসে কৃষক কর্মকর্তারা —সংবাদ

বারির ঔষধিগুণের মিষ্টি আলু উদ্ভাবন : রুখবে ক্যান্সার অন্ধত্ব

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) উদ্ভাবন করেছে ওষুধি গুণসম্পন্ন মিষ্টি আলুর জাত। এসব আলু ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে যেমন কাজ করবে, অন্ধত্ব দূরীকরণেও কাজ করবে। এমনকি ডায়াবেটিস প্রশমনে এসব মিষ্টি আলু ভূমিকা রাখবে। আবার উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তে ইউরিক এসিড নিয়ন্ত্রণেও কাজ করবে। কিশোরগঞ্জের হাওর উপজেলা নিকলীর মাঠে মিষ্টি আলুর ফলন পরিদর্শন করতে গিয়ে এমনই বর্ণনা দিয়েছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কৃষিবিদ কমলারঞ্জন দাশ, বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার ও বারির কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার। তারা জানান, বারি মিষ্টি আলু-১৭ 'এ্যান্থোসায়ানিন' নামে এন্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এই আলু একদিকে ক্যান্সার রোধ করে, অন্যদিকে উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে ইউরিক এসিডের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। অন্যদিকে বারি মিষ্টি আলু-১২ বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ, যা অন্ধত্ব দূরীকরণে সাহায্য করে। এসব জাত প্রতি হেক্টরে ২৫ টন উৎপাদিত হতে পারে।

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের জেলা সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে নিকলীর শিংপুর এলাকার কৃষক সিদ্দিক মিয়াকে দিয়ে এবার এসব মিষ্টি আলুর আবাদ করানো হয়েছে। শনিবার বিকেলে সেখানে শতাধিক কৃষককে নিয়ে মিষ্টি আলুর আবাদে উদ্বুদ্ধকরণে মাঠ দিবস পালন করা হয়েছে। বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ, বিশেষ অতিথি কন্দাল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার, সরেজমিন গবেষণা বিভাগের প্রধান ড. মু. শহীদুজ্জামান, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক মো. মাহবুবুল ইসলাম, কিশোরগঞ্জ সরেজমিন গবেষণা বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ও জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোস্তফা কামাল বক্তব্য রাখেন। অতিরিক্ত সচিব ও অন্যান্য কৃষি বিজ্ঞানীগণ বলেন, আগে সাধারণ মানের স্থানীয় জাতের মিষ্টি আলুর আবাদ করা হতো। সেগুলো তেমন পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ছিল না। বারি মিষ্টি আলু-১২ জাতটি বাইরে থেকে সাদাটে বর্ণের। এর ভেতরকার অংশটি বিটা ক্যারোটিনের জন্য অনেকটা কমলা বর্ণের হয়। এটি দৃষ্টিশক্তির সুরক্ষা দেয়। আর বারি মিষ্টি আলু-১৭ জাতটি বাইরে থেকে বেগুনি বর্ণের হয়। এর ভেতরকার অংশটি গাঢ় বেগুনি বর্ণের। এটি ক্যান্সার প্রতিরোধ এবং উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে ইউরিক এসিডের মাত্রা হ্রাস করে। এসব মিষ্টি আলুর গাছে ভাইরাসের সংক্রমণ হয় না। অথচ পাশের জমিগুলোতেই স্থানীয় জাতে ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা গেছে।

বক্তাগণ বলেন, এখন বারির বিজ্ঞানীরা নানা রকম উচ্চ ফলনশীল ওষুধি গুণসম্পন্ন ও পুষ্টিসমৃদ্ধ শাকসবজি উদ্ভাবন করছেন। এগুলো মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে জমির পরিমাণ কমছে। কাজেই উচ্চ ফলনশীল জাতগুলো আবাদ করে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করতে হবে।

শতাব্দীর কণ্ঠ

website : www.shatabdirkantha.com

বুধবার ১ কিশোরগঞ্জ, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২২, ০৩ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ১৪ রজব ১৪৪৩ হিজরী

শতাব্দীর কণ্ঠ

নিকলীতে ক্যান্সার প্রতিষেধক মিষ্টি আলু চাষ

স্টাফ রিপোর্টার ।

মিষ্টি আলু, খাবার তালিকায় কারো পছন্দের কারো বা অপছন্দের। কিন্তু এই আলু যদি হয় ভিটামিন সমৃদ্ধ ও মরণব্যাধি ক্যান্সারের প্রতিষেধক তাহলে নিশ্চয় এই আলু খেতে আগ্রহ দেখাবেন সকলেই। প্রথমবারের মতো কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলার পাটিচাপড়া হাওরে চাষ করা হয়েছে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ বারী জাতের-১২-১৪ ও ১৭ জাতের মিষ্টি আলুর। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বারী বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনে এই জাতের আলুর পরীক্ষা মূলক চাষ করেছেন কৃষক সিদ্দিক মিয়া। চাষের পর থেকে সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। চাষে আগ্রহ বাড়াতে প্রতিনিয়ত কৃষকদের মাঠ দিবসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এক একর জমিতে চাষ করা আলুর ফলন ভালো হওয়াসহ কম সময় ও কম খরচে অধিক লাভ হওয়ায় ভবিষ্যতে ব্যাপক আকারে আলু চাষের আগ্রহ দেখাচ্ছেন কৃষক সিদ্দিক মিয়া ও স্থানীয়রা। কিশোরগঞ্জ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বলেন, এ জেলায় প্রতিবছর তিন হাজার হেক্টর জমিতে মিষ্টি আলুর চাষ করা হলেও হাওরে সম্প্রসারণের জন্য এ জাতের আলুর চাষ করা হয়েছে। চাষ করা মিষ্টি আলুর পাতা শাক হিসেবেও খাওয়া যাবে। যা হাওর পাড়ের মানুষের জন্য খুবই উপকারি। ফলনের দিক থেকে বারী মিষ্টি আলু-১২ ও ১৪ হেক্টর প্রতি ৪০-৪৫ টন উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা ধরা (৭ম পৃষ্ঠার কলাম ২)

নিকলীতে ক্যান্সার প্রতিষেধক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। আর বারী মিষ্টি আলু-১৭ হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ টন উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার বলেন, বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত বারী-১২ ও ১৪ জাতের আলুর ফলনের তুলনায় বারী-১৭ জাতের আলুর ফলন কম হলেও এই আলুতে অ্যান্থোসায়ানিন নামক একটি অক্সিডেন্ট রয়েছে যা মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাসহ ব্রেস্ট ও কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধে কাজ করে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলারঞ্জন দাশ বলেন, সরকারের নিরাপদ ও পুষ্টি জনিত খাদ্য নিশ্চিতের লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। নতুন উদ্ভাবিত আলুর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমানে ভিটামিন 'এ' রয়েছে। যা রাতকানা রোগ প্রতিরোধে কাজ করে। কৃষকদের ধানের পাশাপাশি অর্থকরি ফসল হিসেবে এর চাষ করতে পারবে। সর্বোপরি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এই আলু খুবই উপকারি। শুধু কৃষক নয় দেশের সাধারণ মানুষের নিরাপদ ও পুষ্টি জনিত খাদ্য নিশ্চিতে কাজ করছে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। কৃষকরা আগ্রহ দেখালে এই আলু চাষে কৃষকের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তিনি।

কিশোরগঞ্জে বীজ বপন যন্ত্র এবং রিপার এর পরীক্ষামূলক ব্যবহার

সাইফউদ্দীন আহমেদ লেনিন
ডিসেম্বর ১৮, ২০২১ ১২:২৭ পূর্বাহ্ণ

Link Copied!

নিজস্ব প্রতিবেদক: বারি উদ্ভাবিত বীজ বপন যন্ত্র এবং রিপার এর পরীক্ষামূলক ব্যবহার অনুষ্ঠিত হয়েছে কিশোরগঞ্জে। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ কিশোরগঞ্জ এর উদ্যোগে ফার্ম মেশিনারি বিভাগ গাজীপুর এর অর্থায়নে শুক্রবার কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মেশাখালী গ্রামে যন্ত্র দুটির পরীক্ষামূলক ব্যবহার অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (গাজীপুর) মহা পরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. সামসুল আলম। সভাপতিত্ব করেন সরেজমিন গবেষণা বিভাগের (গাজীপুর) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান মুহাম্মদ সহিদুজ্জামান।

প্রধান অতিথি ড. দেবাশীষ সরকার তার বক্তব্যে বলেন, কৃষিতে শ্রমের ঘাটতি থাকায় বর্তমান সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণে গুরুত্ব দিয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ অপরিহার্য। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন ফসলের এ পর্যন্ত মোট ৫০টি লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছে। এ কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যে অন্যতম হলো বারি বীজ বপন যন্ত্র। এর সাহায্যে বীজ বপন করলে বীজের পরিমাণ কম লাগে, সহজে আগাছা পরিষ্কার করা যায়, গাছ বেশি আলো-বাতাস পায় এবং সর্বোপরি উৎপাদন বাড়ে। পাওয়ার টিলারচালিত এই বীজ বপন যন্ত্র নির্দিষ্ট স্থানে ও সঠিক গভীরতায় সুষমভাবে বীজকে বপন করে। এটি ব্যবহারে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে ১০ থেকে ৪০ শতাংশ বীজ কম লাগে এবং ফলনও ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সবকিছু মিলিয়ে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে প্রায় ২৫% সময় ও খরচ কম লাগে। বারি উদ্ভাবিত আরেকটি চমৎকার যন্ত্র হলো রিপার। যেখানে প্রচলিতভাবে এক বিঘা জমির ধান কাটতে ৮–১০ জন শ্রমিক লাগে, সেখানে এর সাহায্যে এক ঘণ্টায় এক বিঘা জমির ধান কর্তন করা যায়। এতে সময় ও খরচ অনেক বেঁচে যায়। ফলে কৃষক লাভবান হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এফএমপিডিপি প্রকল্পের পিডি ড. মো. নুরুল আমিন ও কিশোরগঞ্জ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন। অনুষ্ঠানে এলাকার ৪০ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

স্বদেশ কণ্ঠ
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সত্যের সন্ধানে.... ২৪.কম
(https://www.swadeshkantha24.com)

কিশোরগঞ্জে ভাসমান কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা, কৃষক প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবস

Nikhairul

প্রকাশিতঃ ৫:১৭ অপরাহ্ণ | ডিসেম্বর ১৮, ২০২১

Facebook Twitter Email Pinterest More

নিজস্ব সংবাদদাতা: কিশোরগঞ্জে ভাসমান কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির উপর বৈজ্ঞানিক সহকারি/উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২১, কৃষক প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শিরোনাম:

শুক্রবার (১৭ ডিসেম্বর) এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা, কৃষক প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসের আয়োজন করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-এর কৃষি গবেষণা উপকেন্দ্র, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, কিশোরগঞ্জ।

'ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (বারি অংগ)' এর অর্থায়নে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, কিশোরগঞ্জে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৩০ জন বৈজ্ঞানিক সহকারি/উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা এবং কৃষক প্রশিক্ষণে ৩০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

এদিন সকালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বৈজ্ঞানিক সহকারি/উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২১ এবং কৃষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। বারি'র সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, গাজীপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. মুহা. সহিদুজ্জামান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বরিশালের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. রফি উদ্দিন, জেলা কৃষক লীগের সভাপতি আহমেদ উল্লাহ, ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আইয়ুব হোসেন।

অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি গবেষণা উপকেন্দ্র, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, কিশোরগঞ্জের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 'ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (বারি অংগ)' প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বারি'র বিভিন্ন বিভাগ ও কেন্দ্রের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার কিশোরগঞ্জের বৌলাই ইউনিয়নের মৌশাখালী গ্রামে বারি সিডার এর সাহায্যে কৃষকের জমিতে বীজ বপন, বারি রিপারের সাহায্য ধান কর্তন এবং সোলার পাম্পের সাহায্যে পানি উত্তোলন পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ৪০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

শিরোনামঃ

প্রকাশনার ৭২ বছর

সংবাদ

www.sangbad.net.bd • www.thesangbad.net

ঢাকা : রোববার ৪ পৌষ ১৪২৮
Dhaka : Sunday 19 December 2021

'মসুর ডাল গোমাংসে সমান প্রোটিন'

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার মসুর [illegible] সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বলেছেন, এককেজি গরুর মাংসের দাম ৬৫০ টাকা। আর এককেজি মসুর ডালের দাম ১০০ টাকা। কিন্তু এককেজি মসুর ডালে এককেজি গরুর মাংসের সমপরিমাণ প্রোটিন রয়েছে। এছাড়া গরুর মাংস অনেকের জন্য স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। তাছাড়া, এক কেজি গরুর মাংস যতজনকে খাওয়ানো যায়, এককেজি মসুর ডাল এর চেয়ে অনেক বেশি মানুষকে খাওয়ানো যায়। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর দেশে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি। তখন খাদ্যাভাব ছিল। এখন জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। কিন্তু খাদ্যাভাব নেই। কৃষি বিজ্ঞানী আর কৃষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এখন উৎপাদন বহুগুণ বেড়েছে। আর এখন উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পুষ্টিযুক্ত নিরাপদ খাদ্যের ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তিনি কিশোরগঞ্জ কৃষি গবেষণা উপকেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক সহকারী ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের জন্য [illegible] কৃষি বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমাদের দেশের এক-[illegible] জলাভূমি যা কৃষি কাজের বাইরে রয়ে গেছে। এই বিপুল পরিমাণ জলাভূমিকে ভাসমান কৃষির কাজে ব্যবহার করে আমরা একদিকে যেমন খাদ্যোৎপাদন বাড়াতে পারি, অন্যদিকে নিরাপদ ও পুষ্টিযুক্ত খাবারও উৎপাদন করতে পারি। প্রতি বছর নানা কারণে দেশে দশমিক ৭৫ ভাগ কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। ফলে জলাভূমিকে এখন কৃষির আওতায় আনার জন্য আমরা গবেষণা করছি। বরিশাল অঞ্চলে সবার আগে থেকে ভাসমান কৃষির প্রচলন শুরু হয়েছে। এখন কিশোরগঞ্জেও শুরু হয়েছে। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করছেন। ধান, পাট, আখ এবং চা ছাড়া অন্যান্য সকল কৃষিপণ্য নিয়ে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা করছে।

গাজীপুরের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহা. [illegible]জ্জামানের সভাপতিত্বে [illegible] অনুষ্ঠিত কর্মশালায় আরও বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি বারির প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইংয়ের পরিচালক ড. [illegible] আলম, বরিশাল কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. [illegible], ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. [illegible] হোসেন, ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের পরিচালক ড. মো. [illegible] রহমান তালুকদার প্রমুখ। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং সঞ্চালনা করেন কিশোরগঞ্জ কৃষি গবেষণা উপকেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন।

কৃষক প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবস (https://www.swadeshkantha24.com/archives/928) ● সংবর্ধিত হলেন

বিকেলে বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এর বাসভবনের সামনে বৃক্ষরোপণ করেন।

প্রকাশনার বছর

সংবাদ

সংবাদ ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৩ মাঘ ১৪২৮
Dhaka : Thursday 27 January 2022

ভাসমান বাগানে সজীব বাঁধাকপি

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

ফুলকপির পর কৃষক মাসুম এবার ভাসমান বাগান থেকে আহরণ করলেন বাঁধাকপি। কিশোরগঞ্জে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের তত্ত্বাবধানে শহরের খাইটাল এলাকার কৃষক মাসুম নরসুন্দা নদীর ওপর ভাসমান বেডে আবাদ করেছিলেন হাইব্রিড ফুলকপি আর বাঁধাকপি। কয়েকদিন আগে তিনি ভাসমান বাগান থেকে চকচকে সুস্বাদু ফুলকপি আহরণ করেছেন। এরপর আহরণ করলেন গাঢ় সবুজ পর্ণে আবৃত চোখ ধাঁধানো হাইব্রিড বাঁধাকপি। তিনি 'নৌকা' নিয়ে ভাসমান বেড থেকে এসব বাঁধাকপি আহরণ করেছেন। একটি বেডের বাঁধা কপিতে মাসুমের নৌকা দস্তরমত বোঝাই হয়ে গেছে। এগুলিতে কোন কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়নি। দেয়া হয়নি কোন রাসায়নিক সার। ফলে ভাসমান বাগানের সকল শাকসবজিই স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ। আর এসব বাঁধাকপি কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরাই উদ্ভাবন করেছেন। এখন সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

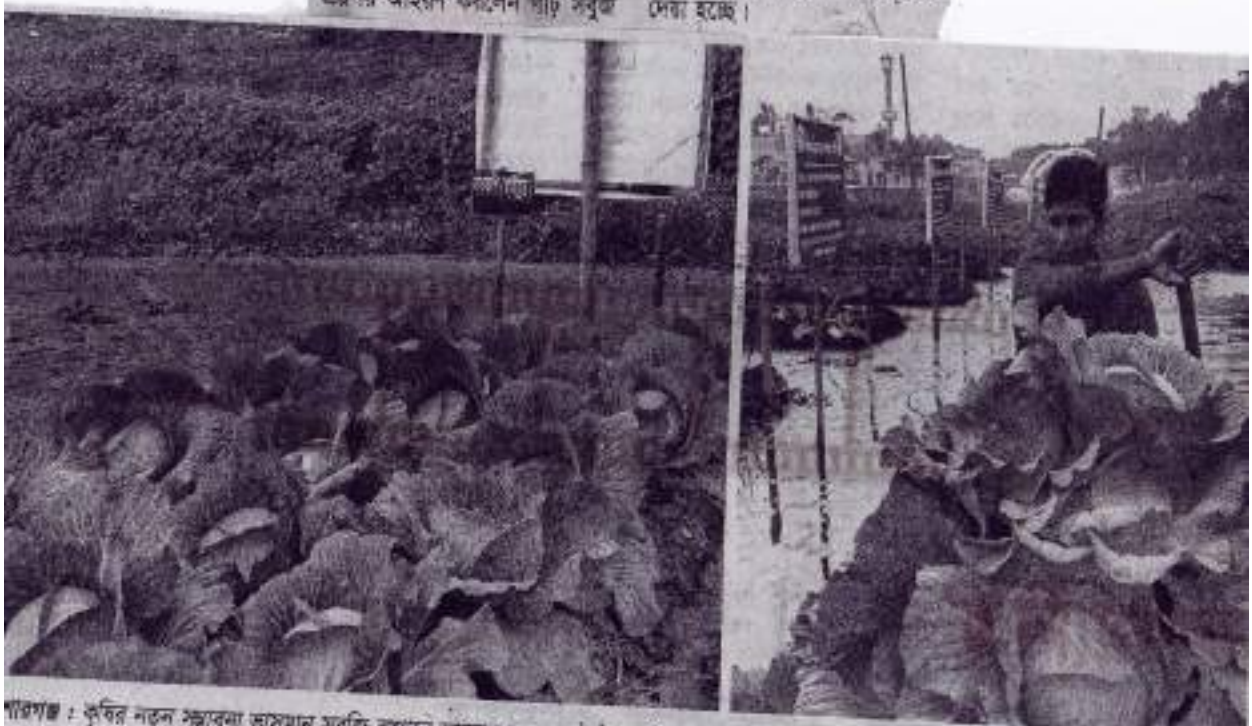

শোরগঞ্জ : কৃষির নতুন সম্ভাবনা ভাসমান সবজি বাগানে ভালো ফলন হওয়া বাঁধাকপি —সংবাদ

দৈনিক
পূর্বকণ্ঠ
www.dailypurbokontho.com
Facebook: daily Purba Kantho
THE DAILY PURBOKONTHO
রেজি. নং ঢাকা ৬০৭৭, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, বর্ষ ০৬, সংখ্যা ১৯২
29 MAY 2022, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৪
রোববার ❑ মূল্য- ১০ টাকা

কিশোরগঞ্জে ইঁদুর নিধনে কৃষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম। - পূর্বকণ্ঠ

২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্যোৎপাদ দ্বিগুণ করা হবে

৫শ' কোটি টাকার ফসল রক্ষায় ইঁদুর নিধন প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশে বছরে ৫শ' কোটি টাকার বেশি মূল্যের ফসল নষ্ট করে একটি ছোট্ট প্রাণী ইঁদুর। এর হাত থেকে ফসল রক্ষায় গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অনিষ্টকারী রোডেন্ট প্রাণী বিভাগের পক্ষ থেকে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয় হয়েছে।

২৮ মে শনিবার সকালে জেলা সদরের কৃষি গবেষণা উপকেন্দ্রে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মাইউদ্দীনের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি অনিষ্টকারী রোডেন্ট প্রাণী বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. শাহ আরম, একই বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এটিএম হাসানুজ্জামান, পাকুন্দিয়া উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ আউয়াল, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোস্তফা কামাল ও শহর কৃষক লীগের সভাপতি আলমগীর হোসেন বক্তব্য রাখেন।

অতিথিগণ বলেন, সরকারের টার্গেট হলো ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্যোৎপাদন দ্বিগুণ করা। এই লক্ষ্য পূরণে ইঁদুর একটি বাধা হতে পারে। প্রায় ১৮ প্রজাতির ইঁদুর রয়েছে। যেন

ইঁদুর -এরপর ২ পাতায়

ইঁদুর নিধন প্রশিক্ষণ

শেষ পাতার পর -

গাছে থাকে, কোনটা ডাঙায় থাকে, জমিতে থাকে, কোনটা বাসা বা কৃষি পণ্যের গুদামে থাকে, আবার কোনটা পানিতে সাঁতার কাটতে পারে। ইঁদুর যেমন দেশে বছরে ৫শ' কোটি টাকার বেশি মূল্যের ফসল নষ্ট করে, তেমনি সারা বিশ্বে ৩ কোটি ৩৩ লাখ টন খাবার নষ্ট করে। এই পরিমাণ খাবার খেয়ে ২৫ থেকে ৩০টি দরিদ্র দেশের মানুষ এক বছর বেঁচে থাকতে পারে। তারা বলেন, অনেক সময় বিষটোপ প্রয়োগ করে ইঁদুর নিধন করা হয়। এতে অনেক সময় মৃত ইঁদুর খেয়ে বিড়াল, পাঁচা, বাজপাখি বা চিল মারা যেতে পারে। আবার বিষটোপ খেয়ে হাঁসমুরগিও মারা যেতে পারে। কাজেই খাঁচা বা ফাঁদ ব্যবহার করে, বিড়াল লালন করে বা ইঁদুর শিকারি পাখির প্রজনন বৃদ্ধির মাধ্যমে ইঁদুর নিধন করার জন্য তারা পরামর্শ দিয়েছেন। তারা বলেন, ইঁদুর কেবল ফসল বা খাবার নষ্ট করে না, মাটির বাঁধ কেটে প্রভূত ক্ষতি করতে পারে। ইঁদুর মহামারি প্লেগসহ অন্তত ৩০টি রোগের জীবাণু বহন করে। ইঁদুরের প্রজনন ক্ষমতাও অনেক বেশি। একটি মা ইঁদুর বছরে অন্তত ৬০ থেকে ৭০টি বাচ্চার জন্ম দিতে পারে। এর দাঁত প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে। যে কারণে দাঁতের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখতে

সাপ্তাহিক
দিনের গান
THE WEEKLY DENARGAN
Denar Gan
বৃহস্পতিবার ⇔ 30 SEPTEMBER 2021 ⇔ ১৫ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ ⇔ পৃষ্ঠা- ৪ ⇔

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতির পরিচিতি, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে কিশোরগঞ্জে কৃষক, চালক ও মেকানিকদের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক ড. নুরুল আমিন। - *দিনের গান*

কিশোরগঞ্জে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতির পরিচিতি, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে কিশোরগঞ্জে কৃষক, চালক ও মেকানিকদের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা হয়েছে। সরেজমিন গবেষণা উপকেন্দ্র মিলনায়তনে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে ২৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি বারির ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের পরিচালক ড. নুরুল আমিন, বিশেষ অতিথি জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালন সাইফুল আলম, বারির সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার ড. এরশাদুল হক ও জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোস্তফা কামাল বক্তব্য রাখেন।

বারির ফার্ম মেশিনারি এন্ড পোস্টহার্ভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আয়োজিত কর্মশালায় জানানো হয়, বীজ বপন, ফসল আহরণ ও মাড়াইসহ যাবতীয় কার্যক্রম এখন যান্ত্রিক উপায়ে করা সম্ভব। এর ফলে কৃষকদের সময় ও খরচ দুটোরই সাশ্রয় হবে। যার ফলে কৃষি এখন কৃষকদের জন্য অধিকতর লাভজনক পেশায় পরিণত হবে। তারা বলেন, এখন কৃষি কাজে শ্রমিক সংকট দেখা দেয়। যে কারণে সময়মত ফসল আহরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে প্রাকৃতিক নানা দুর্বিপাকে ফসলহানির আশঙ্কা তৈরি হয়। কাজেই যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে দ্রুততার সঙ্গে ফসল আহরণ করা সম্ভব হবে। বারির কর্মকর্তাগণ কৃষক, চালক ও মেকানিকদের সরেজমিনে এসব যন্ত্রের ব্যবহার, মেরামত ও সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেবেন। প্রয়োজনে কৃষকদের বাড়িতে এসব যন্ত্র বেশ কিছুদিন রেখে এর উপযোগিতা পরখ করার সুযোগ দেয়া হবে। বারি মোট ৫০ ধরনের যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। পর্যায়ক্রমে এলাকাভিত্তিক ব্যবহারযোগ্য এসব যন্ত্র সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের ধারণা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে বলে কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মানবেন্দ্রনাথ সরকার।

সত্য সন্ধানে যুক্তিনিষ্ঠার দৈনিক
শতাব্দীর কণ্ঠ
website : www.shatabdirkantha.com
বৃহস্পতিবার I কিশোরগঞ্জ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১, ১৫ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ২২ সফর ১৪৪৩ হিজরী

সরেজমিন গবেষণা বিভাগ কর্তৃক দুই দিনব্যাপী কৃষকদের বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পোস্ট হারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত "কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করা" প্রকল্পের মাধ্যমে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ বিএআরআই, কিশোরগঞ্জের হলরুমে কৃষক, যন্ত্র চালক ও মেকানিকদের দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকালে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে কিশোরগঞ্জ কৃষি গবেষণা উপকেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (৭ম পৃষ্ঠার কলাম ২)

সরেজমিন গবেষণা বিভাগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদপত্র বিতরণ করেন প্রকল্পের পরিচালক ডঃ মোঃ নুরুল আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক লীগের সভাপতি আহমেদ উল্লাহ।

জানা যায়, প্রশিক্ষণে কিশোরগঞ্জ জেলার কিশোরগঞ্জ সদর ও নিকলী উপজেলার কৃষকদেরকে মাঠে সরাসরি যন্ত্র চালিয়ে বাস্তব ভিত্তিক ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এই পর্যন্ত অর্ধশতাধিক কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছে। এই যন্ত্রপাতি সমূহের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে বারির বিজ্ঞানীগণ বিশেষ করে বারি পাওয়ার টিলার চালিত মাল্টি ক্রপ বীজ বপন যন্ত্র, বারি পটেটো ডিগার, বারি শক্তিচালিত ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, বারি শস্য কর্তন যন্ত্র,বারি বেড প্লান্টার, বারি আলু উত্তোলন যন্ত্র ও বারি সূর্যমুখী মাড়াই যন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও গবেষণা জ্ঞান বিনিময় করেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ অপরিহার্য। গবেষণায় দেখা গেছে জমিতে শক্তির ব্যবহার বাড়লে উৎপাদন বাড়ে, তাই জমিতে শক্তির ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং বাংলাদেশের কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন ফসলের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে । এদিকে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেড়েছে, অন্যদিকে কৃষকগণ অল্প খরচে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, উৎপাদন খরচ কমেছে এবং কৃষক লাভবান হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে বারি বীজ বপন যন্ত্র ব্যবহার করে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে প্রায় ৪০ ভাগ বীজ কম লাগে এবং ১৫ শতাংশ ফলন বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে বারি বেড প্লান্টার এর মাধ্যমে ফসল চাষ করলে সেচ খরচ ও সময় ২৫ শতাংশ কমে যেতে পারে। এছাড়া বারি আলু উত্তোলন যন্ত্র ব্যবহার করলে প্রচলিত আলু উত্তোলন এর চেয়ে প্রায় ৬৫% শ্রমিক ও ৫১% খরচ সাশ্রয় হয় আলু বাহ্যিক ক্ষতি ১.৫% এর কম, মাটির নিচে আলু থাকে না। এই সমস্ত বিষয় এবং তথ্য কৃষক পূর্বে অবগত ছিল না ফলে কৃষকগণ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এসময় কৃষি গবেষণা উপকেন্দ্রের কর্মকর্তা ও উপজেলা সদর ও নিকলী উপজেলার কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।